তারিখ 0 8 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

দৈনিক জনকণ্ঠ

চবিতে জামায়াত-শিবির প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হচ্ছে শিক্ষক সমিতি!

চবি সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাপসের হত্যাকারীদের বাঁচাতে চবি শিক্ষক সমিতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের একাংশ। শনিবার চবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে বেল ২টার দিকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে গিয়ে চবি ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক রেজাউল হক রুবেল বলেন, 'বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। যেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে শাহজালাল হল থেকে গ্রেফতারকৃত তাপসের খুনী এবং খুনের সঙ্গে জড়িতরা সাধারণ এবং নিরীহ। যা শিক্ষক সমাজের এখতিয়ার বহির্ভূত।' এ সময় তিনি শিক্ষক সমিতির প্রতি প্রশ্ন রেখে বলেন, 'ওরা যদি সাধারণ এবং নিরীহ হয়ে থাকে-তাহলে কেন ওরা রাতে অন্ধকারে সশস্ত্র বহিরাগতসহ জঙ্গীকায়দায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে। আর তাপসের খুনী এবং খুনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সোহেল খান, কাউচার, শাহরিদ শুভ গং যদি সাধারণ এবং নিরীহ হয়ে থাকে তাহলে এ সাধারণ এবং নিরীহ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে গুলি করে কিভাবে তাপসকে হত্যা করে।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'শিক্ষকদের এই স্মারকলিপি যে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি তা একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। ১০ সেপ্টেম্বর শিক্ষক বাসে হামলার সত্ত্বেও শিক্ষক সমিতির কোন কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান হয়নি। ১৫ ফেব্রুয়ারি তাপসের খুনীরা যখন রাতের আঁধারে শাহজালাল হলে প্রবেশ করে তখন ভোর ৫টা কিন্তু ঠিক সাড়ে পাঁচটার দিকে প্রক্টরিয়াল বডি এবং কতিপয় শিক্ষকের উপস্থিতি আমাদের বিস্মিত করে বৈকি তাপস মারা যাওয়ার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলেও যেখানে প্রশাসনের টিকিটিও দেখা মেলেনি। সেখানে খুনীদের পুনর্বাসিত করতে কতিপয় শিক্ষকদের এই নির্লজ্জ পদক্ষেপগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তারা কতটা হীন, কপট এবং পক্ষপাতদুষ্ট।'

তিনি অভিযোগ করেন 'তাপসের খুনীদের বাঁচাতে নজিরবিহীনভাবে তাপস হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করে, এই মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন জামায়াত-শিবিরপন্থী শিক্ষকরা। এতে কি প্রমাণ হয়? অতপর তাপস হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠক ও লড়াকু সৈনিকদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে প্রশাসন।